আদালতের নির্দেশ 28/04/2021
3265/CR/2021

পারভেজকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিক্রেতার হেফাজত

করোনার ওষুধ কালোবাজারির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল এক বিক্রেতাকে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হলে তিন দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন বিচারক। সোমবার বিকেলে ড্রাগ কন্ট্রোলার অফিসারদের নিয়ে কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট শাখার গোয়েন্দারা পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার একটি ওষুধের দোকানে হানা দিয়ে বিশ্বজিৎ দাস নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। এ দিন আদালতে পুলিশ দাবি করে, ওই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। সে কারণে ধৃতকে জেরা করা প্রয়োজন। পুলিশ জানায়, বেশি দামে ওষুধ বিক্রি করার পাশাপাশি বিক্রির বৈধ নথিও ক্রেতাকে দেওয়া হচ্ছিল না।

সরানো হবে বাজার

করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে শহরের বিভিন্ন বাজার সরিয়ে এলাকার কোনও বড় মাঠে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে কলকাতা পুরসভার। যদিও এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "শহরের একাধিক জায়গায় ঘিঞ্জি এলাকায় আনাজ ও মাছের বাজার বসে। ওই সব বাজারে ভিড়ের কারণে দ্রুত হারে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। তার জন্য বাজারগুলি কাছাকাছি কোনও বড় মাঠে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।"

মাস্ক নেই, লাঠিপেটা

যে জেলা করোনাশূন্য হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই এখন দৈনিক আক্রান্তের হাজার ছুঁই ছুঁই। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সোমবারই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৮২ জন। বিধি ভাঙায় এ বার গত কয়েক দিনে কড়া ব্যবস্থা নিতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। গ্রেফতার করা হয়েছে অনেককে। বুধবার সকাল থেকে ক্যানিংয়ের সাতমুখি বাজার, হেড়োভাঙা বাজার, রায়বাঘিনি মোড় এলাকায় পুলিশি অভিযান চলে। মাস্কহীনদের লাঠিপেটা করা হয়। বিধি না মানায় কান ধরে ওঠবোসও করায় পুলিশ। গোটা জেলায় শ'খানেক মানুষ গ্রেফতার হয়েছেন। জয়নগরের আইসি অতনু সাঁতরা জানান, শুধু মাস্ক না পরাই নয়, যাঁরা যত্রতত্র পান গুটখা খেয়ে থুতু ফেলছেন, তাঁদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে।

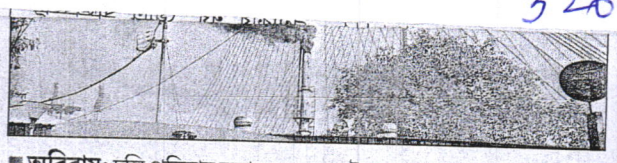

■ **অবিরাম:** চুল্লি পরিষ্কার করার ফুরসত নেই। বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। মঙ্গলবার। *নিজস্ব চিত্র*

'টাকার অভাবে' জীবাণুনাশ করতে পারছে না হাওড়া পুরসভা

দেবাশিস দাশ

হাওড়া পুরসভার ভাঁড়ারে পর্যাপ্ত পরিমাণ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট নেই। যে কারণে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে জীবাণুনাশের কাজ। শুধুমাত্র শ্মশান আর কোভিড হাসপাতালগুলিতে ওই কাজ করেই দায় সারছে পুরসভা। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট না থাকায় পুরসভার ভিতরেও জীবাণুনাশের কাজ নিয়মিত হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমনকি এ-ও অভিযোগ উঠেছে যে, যে সমস্ত এলাকায় কোভিডে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, সেখানেও গত বছরের মতো নিয়ম মেনে জীবাণুনাশের কাজ হচ্ছে না। পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পুরসভার রাজস্ব আদায় সার্বিক ভাবে কমে যাওয়ার ফলে অর্থাভাব তৈরি রয়েছে। সেই কারণেই প্রয়োজন মতো সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট কেনা যাচ্ছে না। তবে শ্মশান ও হাসপাতালগুলিতে নিয়মিত ভাবেই জীবাণুনাশের কাজ চলছে।

রাজ্যে করোনায় মৃত্যুর নিরিখে হাওড়া দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সোমবারের সরকারি বুলেটিন অনুযায়ী, হাওড়ায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১০০২ জনের। এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। মুখ্যসচিব নির্দেশ দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সেফ হোম সেখানে চালু হয়নি। বালিটিকুরি ইএসআই হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা ৩০০ থেকে বাড়িয়ে ৬০০ করার কথা থাকলেও তা আজও হয়নি। হাওড়া জেলা হাসপাতাল, উলুবেড়িয়া জেলা হাসপাতাল ও দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এখনও পর্যন্ত করোনা ওয়ার্ড তৈরি হয়নি। অন্য দিকে, হাওড়ার অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শয্যা ভর্তি হয়ে যাওয়ায় কোথাও ভর্তি হতে পারছেন না রোগীরা।

এই অবস্থায় ঘন বসতিপূর্ণ হাওড়া শহরে নিয়মিত জীবাণুনাশের কাজ না হওয়ায় করোনা সংক্রমণ আরও মারাত্মক আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের অফিসারেরাই। তাঁদের বক্তব্য, গত বছর লকডাউনের সময়েও প্রায় প্রতিদিন হাওড়ার বিভিন্ন বাজার, মার্কেট কমপ্লেক্স ও ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় দমকলের সাহায্যে জীবাণুনাশের কাজ চালানো হয়েছিল। করোনায় কেউ মারা গেলে তাঁর বাড়িতেও জীবাণুনাশের কাজ হত। কিন্তু এ বার সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় তা করা যাচ্ছে না। কেউ কোভিডে মারা গেলেও সেই বাড়িটি জীবাণুনাশের কাজ হচ্ছে না।

পুরসভার এক স্বাস্থ্যকর্তা বললেন, "আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তাঁরা সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে শিবপুর শ্মশানঘাট-সহ কবরস্থান ও বিভিন্ন সরকারি কোভিড হাসপাতালে নিয়মিত জীবাণুনাশের কাজ চলছে। আসলে একটিমাত্র গাড়ি থাকায় সমস্যা হচ্ছে।"

হাওড়া পুরসভার অফিসার ও কর্মীরা জানিয়েছেন, গত ২০ তারিখ পুরসভার পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কয়েক জন পদস্থ কর্তাকে নোডাল অফিসার হিসেবে জীবাণুনাশ, করোনা পরীক্ষা, অ্যাম্বুল্যান্স ও শববাহী গাড়ির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গোটা বিষয়টি খাতায়-কলমে থেকে যাওয়ায় কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

পুরসভার এক পদস্থ অফিসার বললেন, "আমাদের অফিস নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে না। বাইরে থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁদেরও থার্মাল গান দিয়ে পরীক্ষা না করেই ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে পুরকর্মীদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা বাড়ছে।"

বলেন, "ভিন্ রাজ্য ও জেল থেকে ক্রেতারা ভয়ে আসছেন না ফলে ব্যবসা মার খাচ্ছে।" মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদক কানাই পোদ্দারের দাবি, "হাটকে সংক্রমণমুক্ত করতে রাসায়নিক স্প্রে করা হচ্ছে। চলছে মাইকে লাগাতার প্রচার। আমরা চাই না, ফের এই হাট বন্ধ হয়ে যাক।"

প্রসঙ্গত, হাওড়া ময়দান চত্বরে যেখানে মঙ্গলাহাট বসে, সেই এলাকায় রয়েছে হাওড়া জেলা হাসপাতাল, জেলা আদালত, জেলাশাসকের দফতর, হাওড়া পুরসভার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস। প্রতি সপ্তাহের সোম এবং মঙ্গলবার বসা এই হাটে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। বহু মানুষ হাটে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ফলত, মঙ্গলাহাট থেকে যে আরও বেশি মাত্রায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে, তা মানছে হাওড়া জেলা প্রশাসনও। তাই করোনা-বিধি কঠোর ভাবে মেনে চলার জন্য টানা প্রচার করা হচ্ছে।

হাওড়া জেলা প্রশাসনের এক কর্তা এ দিন বলেন, "এত বড় হাট আচমকা বন্ধ করা যায় না। তাই হাট চালু রেখে কোভিড-বিধি কঠোর ভাবে মেনে চলার উপরেই আমরা জোর দিচ্ছি। যে হারে কোভিড সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তাতে নিজেদের এবং পরিবারের সুরক্ষার কথা ভেবেই মানুষ এই হাটে আসছেন না। সেখানে আমাদের কিছু করণীয় নেই।"

মসজি
হোম

মেহবুব কাদের চৌধুরী

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় রাজ্যের প্রায় সমস্ত হাসপাতালেই কোভিড-শয্যার আকাল দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে জায়গা না পেয়ে বহু করোনা-আক্রান্ত রোগীকে বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। সঙ্কটের এই সন্ধিক্ষণে কলকাতা তথা রাজ্যের মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলিকে সেফ হোম বা কোয়রান্টিন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার আবেদন জানাল 'সারা বাংলা ইমাম ও মোয়াজ্জেন অ্যাসোসিয়েশন'।

ওই সংগঠনের চেয়ারম্যান মহম্মদ ইয়াহিয়া এক ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যের মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "কোভিডের মিউটেশনের ফল ভয়ঙ্কর। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক রোজ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। যত দিন যাচ্ছে, রাজ্যের হালও ভয়ঙ্কর হচ্ছে। এই মুহূর্তে জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের কাজ করতে হবে। এখন মাদ্রাসার ছুটি। ওই সমস্ত মাদ্রাসাকে

West Bengal
Human Rights
Commission

File No. [illegible]/2021

Date 30.04.2021

Enclosed is the news clippings appeared in the "Ananda Bazar Patrika", a Bengali daily dated 28.04.2021, the news item is captioned, 'টাকার অভাবে' জীবাণুনাশ করতে পারছে না হাওড়া পুরসভা।

The Commissioner, Howrah Municipal Corporation, is directed to cause an enquiry into the matter and to furnish a report to the Commission by 31st May, 2021 and the matter be listed on 7th June, 2021.

(Justice Girish Chandra Gupta)

Chairperson

30/4/2021

(Naparajit Mukherjee)

Member

Encl: News Item Dt. 28.04.2021.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

A.S. (C) is directed to do the needful immediately.
30.04.2021